রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২৬, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ১২ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২৭/২০১৮

শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এই আইন শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১৬) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (১৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১৬ক) **"ম্যাজিস্ট্রেট"** অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যাহার অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে;"; এবং

(খ) দফা (১৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১৮) **"শিশু-আদালত"** অর্থ ধারা ১৬ এ উল্লিখিত কোন আদালত;"।

মূল্য : টাকা ১২.০০

৩। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দফা (খ) এর "শিশু-আদালতে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মামলার প্রযোজ্যতা অনুযায়ী কোন আদালতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৫। **পুলিশ রিপোর্ট (investigation report) বা অনুসন্ধান প্রতিবেদন (inquiry report) পৃথকভাবে প্রস্তুত ও আমলে গ্রহণ।**—(১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন অপরাধ সংঘটনে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু জড়িত থাকিলে, **পুলিশ রিপোর্ট** (জি.আর মামলার ক্ষেত্রে) বা ক্ষেত্রমত, **অনুসন্ধান প্রতিবেদন** (সি.আর মামলার ক্ষেত্রে) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু কর্তৃক একত্রে সংঘটিত কোন অপরাধ আমলে গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাদের অপরাধ পৃথকভাবে আমলে গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারা ১৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৫ক। **মামলা বিচারের জন্য প্রেরণ বা স্থানান্তর।**—কোন অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবার পর, মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত করিয়া—

(ক) শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বিচারের জন্য মামলাটি প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ শিশু আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বিচারের জন্য মামলাটি প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন মামলা প্রেরণের বিষয়টি পাবলিক প্রসিকিউটরকে অবহিত করিতে হইবে।"।

৬। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৬। **শিশু-আদালত।**—(১) আইনের সহিত সংঘাত জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত যে কোন অপরপাধের বিচার করিবার জন্য, প্রত্যেক জেলা সদরে শিশু-আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত থাকিবে।

(২) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত প্রত্যেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসাবে গণ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জেলায় উক্তরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল না থাকিলে উক্ত জেলার জেলা ও দায়রা জজ স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু-আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) ধারা ১৫ক এর অধীন কোন মামলা প্রেরিত না হইলে, শিশু-আদালত শিশু কর্তৃক সংঘটিত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।"।

৭। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) শিশু-আদালত বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থান, দিন এবং পদ্ধতিতে উহার অধিবেশন অনুষ্ঠান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত শিশু-আদালতের বিচারক তাহার স্বীয় বিবেচনায় বিচারের দিন, ক্ষণ, স্থান নির্ধারণক্রমে, উহার অধিবেশন আরম্ভ এবং সমাপ্ত করিবেন।"।

৮। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৮। **শিশু-আদালতের ক্ষমতা।**—দায়রা আদালত যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারে শিশু-আদালতও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে"।

৯। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "শিশু-আদালত কর্তৃক" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "শিশু-আদালতে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতে," শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "শিশু-আদালতের" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এ উল্লিখিত—

(ক) "শিশু-আদালতে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "উক্ত আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) “শালীনতা বা নৈতিকতা” শব্দগুলির পূর্বে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) “শিশু-আদালতের” শব্দের পরিবর্তে “উক্ত আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ই) “শিশু-আদালত” শব্দের পরিবর্তে “সংশ্লিষ্ট আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত “বিচারকালীন” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) “বিচারকালীন” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এর “শিশু-আদালত” শব্দের পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত “শিশু-আদালতের” শব্দের পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর “শিশু-আদালতে বিচারাধীন” শব্দগুলির পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এর “শিশু-আদালতের” শব্দের পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত “শিশু-আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) “শিশু-আদালতে” শব্দের পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) “শিশু-আদালত” শব্দের পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এর “শিশু-আদালত” শব্দের পরিবর্তে “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন জামিন মঞ্জুর করা না হইলে, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত উক্তরূপ নামঞ্জুরের কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিশুকে কোন প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিবে।”।

১৫। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "শিশু-আদালত" শব্দগলিুর পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৬। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর "শিশুকে" শব্দের পরিবর্তে "আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৩) এর "ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে," শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনী ও কমার পরিবর্তে "যতদূর সম্ভব," শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "শিশু-আদালতের" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "শিশু-আদালতকে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৯। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "আদেশ বা রায়ের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ বা রায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) শিশু-আদালতের কোন আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে পুনর্বিবেচনা (Revision) করা যাইবে।"

২১। ২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর "এই আইনের অধীন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অভিযোগ দায়ের," শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২২। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "শিশু-আদালতকে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এর "শিশু-আদালতকে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালতকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত " শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (১) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫১ এর—

(ক) "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে, দুইবার উল্লিখিত, "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" শব্দগুলি, উভয় ক্ষেত্রে, প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (গ) এর "শিশু-আদালতে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা শিশু আদালত বা অন্য কোন আদালত" কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫২ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) এর "শিশু-আদালতে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজেস্ট্রট আদালতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর—

(অ) "শিশু-আদালতে" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "ম্যাজেস্ট্রেট আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "বিচার প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর "বিচার প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর "শিশু আদালত" শব্দের পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের "শিশু আদালতের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট আদালতের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর "শিশু-আদালত" শব্দের পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট আদালত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩১। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৮ এর "বিচার প্রক্রিয়ার যেকোন পর্যায়ে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩২। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৮১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮১ এর উপ-ধারা (১) এর "এই আইনের অধীন" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩৩। **২০১৩ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৯৪ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৪ বিলুপ্ত হইবে।

৩৪। **মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত ক্রান্তিকালীন বিধান।**—(১) শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে, অতিরিক্ত দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত শিশু আদালতে—

(ক) দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে যেই সকল মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হয় নাই সেই সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তরিত হইবে;

(খ) বিচারাধীন বা বিচারের জন্য প্রস্তুত কোন মামলায় যদি—

(অ) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু অভিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত মামলা বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সমন্বয়ে গঠিত এখতিয়ারসম্পন্ন শিশু আদালতে স্থানান্তরিত হইবে; এবং

(আ) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু জড়িত থাকে, তাহা হইলে উহা বিচারের জন্য এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণের লক্ষ্যে দায়রা জজ আদালতে স্থানান্তরিত হইবে।

(২) এই ধারার অধীন যে পর্যায়ে কোন একটি মামলা স্থানান্তরিত হইবে সেই পর্যায় হইতে উক্ত মামলার বিচারকার্য পরিচালিত হইবে।

(৩) যেই আদালত হইতে মামলা স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্য এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সুবিচারের জন্য প্রয়োজন না হইলে উক্ত সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন মামলা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মামলাটি যেই আদালতে নিষ্পন্নাধীন সেই আদালত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ কার্যকর হইবার ৯০ (নব্বই) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিবে, তবে উক্ত সময়ের মধ্যে মামলা স্থানান্তর সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে স্থানান্তরকারী শিশু আদালতের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালত আরও ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

আজকের শিশু আগামী দিনের সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনের দায়িত্ব নেয়। সেজন্য বেশী প্রয়োজন পূর্ণমাত্রায় শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা। শিশুদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করে জাতি গঠনের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু আইন, ১৯৭৪ প্রণয়ন করেন।

২। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ১৯৭৪ যুগোপযোগী করে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

৩। শিশু আইন, ২০১৩ কার্যকর হওয়ার পর এর কিছু প্রায়োগিক সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় ইহার কতিপয় ধারা সংশোধনের নিমিত্ত শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য আনয়ন করা হইয়াছে।

রাশেদ খান মেনন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া
দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd